মানবাধিকার দিবস ২০২৩

সবার জন্য মুক্তি, সমতা ও ন্যায়বিচার

১০ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে পালিত হয় মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের এই দিনে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) গ্রহণ করেছিলো। সেই দিনটিকে উপলক্ষ করে, বিশ্বব্যাপী জাতি, বর্ণ, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্যান্য পদ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরার জন্যই পালিত হয় মানবাধিকার দিবস। স্থানীয় এবং জাতীয় প্রায় ৭০০ এনজিও এবং সিএসও'র ফোরাম বিডিসিএসও প্রসেস প্রতিবছরের মতো এবছরও দিবসটি পালন করছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয় প্রায় ৭ থেকে ৯ কোটি মানুষ, নিহতদের মধ্যে প্রায় ৭০%ই ছিলো বেসামরিক। এই ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে এবং বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠন করেন। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সব মানুষের অধিকারের একটি তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি ইলিনর রুজভেল্টের নেতৃত্বে একটি কমিটি এই তালিকা প্রণয়ন করে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর অধিকারের সেই তালিকাটিকে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র হিসেবে জাসিতসংঘের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে। ১৯৫০ সাল থেকে এই দিনটিকে স্মরণ করতে ১০ ডিসেম্বরকে মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে একটি ভূমিকাসহ ৩০টি ধারা বা ৩০টি অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এটি কোন আইনী বাধ্যবাধকতাসমৃদ্ধ কোনও চুক্তি না হলেও, এটি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঘোষণাটিতে উল্লেখিত ৩০টি অধিকারের মধ্যে আছে অন্যদেশে আশ্রয় লাভের অধিকার। আছে নির্যাতন থেকে মুক্তি, বাকস্বাধীনতা এবং শিক্ষার অধিকার। এতে নাগরিক হিসেবে কিছু রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যেমন-জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার। এতে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জাতিসংঘ এবছর মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তিন শব্দ, এবারের প্রতিপাদ্য করা হয়েছে- ফ্রিডম, ইক্যুয়েলিটি এন্ড জাস্টিস। এর বাংলা দাঁড়ায়- মুক্তি, সমতা এবং ন্যায়বিচার।

এই তিনটি বিষয় আমাদের সার্বিক মানবাধিকার, তথা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের অপরিহার্য কয়েকটি উপাদান। স্বাধীনতা বা মুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ন্যায়বিচার ও সমতা। সমাজে মুক্তির বা স্বাধীনতার সুফল সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে পৌঁছে দেওয়া অপরিহার্য। আর সমাজের সকলে সমানভাবে স্বাধীনতা বা মুক্তির স্বাদ, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে না পারলে ন্যায্যতা বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাধীনতা বা মুক্তি যদি

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র সাধারণ পরিষদে গ্রহণ করে। ১৯৫০ সাল থেকে এই দিনটিকে স্মরণ করতে ১০ ডিসেম্বরকে মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না হয়, যদি কতিপয় মানুষ সকল স্বাধীনতা ভোগ করে, তবে সমাজে-রাষ্ট্রে তৈরি হয় অন্যায্যতা, যার চূড়ান্ত ফল কারো কারো জন্য পরাধীনতা বা দাসত্ব।

সমাজে বা রাষ্ট্রে সকলের স্বাধীনতা সমানভাবে নিশ্চিত করা, সেই স্বাধীনতার নিরাপত্তা প্রদান মূলত রাষ্ট্রের বড় দায়িত্ব। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে যে, 'আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।'

সকলের জন্য সমতার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ২৭ ধারায়, সেখানে বলা আছে, আইনের চোখে বাংলাদেশের সব নাগরিক সমান। সমতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সকল ধরনের বৈষম্য দূর করা। আমাদের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে ৫ ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র নারী-পুরুষ পরিচয়, ধর্ম, বংশ, গোত্র এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। অন্যদিকে বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে ৩৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৪০-এ। এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত এই স্বাধীনতার অধিকারগুলো হচ্ছে: চিন্তা-বিবেক, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, পেশা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

সমাজে মুক্তির বা স্বাধীনতার সুফল সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে পৌঁছে দেওয়া অপরিহার্য। আর সমাজের সকলে সমানভাবে স্বাধীনতা বা মুক্তির স্বাদ, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে না পারলে ন্যায্যতা বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাধীনতা বা মুক্তি যদি সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না হয়, যদি কতিপয় মানুষ সকল স্বাধীনতা ভোগ করে, তবে সমাজে-রাষ্ট্রে তৈরি হয় অন্যায্যতা, যার চূড়ান্ত ফল কারো কারো জন্য পরাধীনতা বা দাসত্ব।

মুক্তি-স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা অবশ্যই পালন করতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে সরকারের। সরকারের পাশাপাশি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ সংগঠন। যে কোনো রাষ্ট্রের দুটি মূল অংশ থাকে- সরকার এবং জনগণ বা সিভিল। এই সরকার ও নাগরিকের মধ্যকার একটি যোগসূত্র হলো নাগরিক সমাজ। নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রকে প্রশংসা, সমালোচনা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবে, নাগরিকের কাছে সরকারের বার্তা পৌঁছাবে, আবার নাগরিকের কথাগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরবে। এ কারণেই সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজের প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণত আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ থাকে। এই তিনটি বিভাগের কার্যকারিতা একটি কার্যকর রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক। এই তিনটি বিভাগের সম্পর্ক যথাযথ থাকার জন্য সুশীল সমাজ সরকারকে পরামর্শ দিবে। প্রয়োজনে নজরদারী করবে। শুধু নির্বাহী বিভাগের ওপর নজরদারিত্ব নয়, রাষ্ট্রের অন্য সব প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের ওপর নজরদারিত্ব করাও সিভিল সোসাইটির অন্যতম কাজ। যেখানে সিভিল সোসাইটি কার্যকর নয়, সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনেকাংশে অকার্যকর।

সরকার ও নাগরিকের মধ্যকার একটি যোগসূত্র হলো নাগরিক সমাজ। যেখানে সিভিল সোসাইটি কার্যকর নয়, সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনেকাংশে অকার্যকর।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত, বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিও, সিএসও (সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন) নেটওয়ার্কসমূহের মধ্যে ন্যূনতম কিছু লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠন করা হয়েছে "বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া" বা BD CSO-NGO Coordination Process (BDCSO Process). এই প্রক্রিয়ায় দেশের এনজিও ও নাগরিক সংগঠনসমূহ পারস্পারিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ সক্রিয় পক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং রাষ্ট্র এবং বাজার ব্যবস্থার (প্রাইভেট সেক্টর) সাথে অধিপরামর্শ (এডভোকেসি) করছে। এই উদ্যোগ মূলত উন্নয়ন ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও বাজারের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সার্বিক বিকাশে কাজ করছে, যাকে একটি "প্রক্রিয়া" নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্কসমূহের অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা ও সংহতি নিয়ে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করছে বিডিসিএসও প্রসেস।

এবছর মানবাধিকার দিবসটি উদযাপনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বিডিসিএসও। বিডিসিএসও ও এর সদস্য সংগঠনগুলো মূলত একদিকে যেমন সরকারের কাছে জনগণের কথা তুলে ধরে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে এবং সরকারের বার্তাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। বিডিসিএসও বিশ্বাস করে দেশে মুক্তি বা স্বাধীনতার সুফল সমানভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। মুক্তি যেমন সকলের কাম্য, তেমনি এর সুফল সকলের কাছে সমানভাবে পেঁছে দেওয়ার দায়িত্বও সবাইকে নিতে হবে।

BDCSO PROCESS

বিডিসিএসও প্রসেস

সচিবালয়: কোস্ট ফাউন্ডেশন: বাড়ি ১৩, রোড ২, শ্যামলী ঢাকা -১২০৭.
ইমেইল: info@coastbd.net